সংবাদ

তারিখ 09 DEC 2013
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

ছাত্রদল ও শিবিরের সহিংসতা বন্ধে বিসিএস শিক্ষা সমিতির স্মারকলিপি

বার্তা পরিবেশক

রাজনৈতিক আন্দোলনের নামে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তাণ্ডব, শিক্ষকদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা, অধ্যক্ষের কার্যালয়ে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ এবং জীবন নাশের হুমকি দেয়ার প্রতিবাদে স্মারকলিপি দিয়েছে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি।

গতকাল মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক বরাবরে সমিতির নেতারা এই স্মারকলিপি দেন। এসময় সমিতির সভাপতি, ও বিএনপি নেতা তরিকুল ইসলামের শ্যালিকা প্রফেসর নাসরিন বেগমের নেতৃত্বে সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

সমিতির সভাপতি নাসরিন বেগম এবং মহাসচিব আই কে সেলিম উল্লাহ খন্দকার সাংবাদিকদের জানান, দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিবির, ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্যে শিক্ষকরা অসহায় হয়ে পড়েছে। তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকদের গায়ে হাত দিতেও পরোয়া করছে না। শিক্ষক নেতারা জানান, ছাত্রদল ও শিবিরের সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে সারাদেশের সরকারি কলেজে পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হবে। এ বিষয়ে মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন সাংবাদিকদের বলেন, আমি তাদের স্মারকলিপি পেয়েছি এখন সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, টাঙ্গাইলের করটিয়া সা'দত কলেজের প্রশাসনিক ভবন ও বিভিন্ন বিভাগে ছাত্রনামধারী এক দল সন্ত্রাসী হামলা ও ভাংচুর করেছে। বগুড়া সরকারি আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর দীপকেন্দ্র নাথ দাসের বাসভবনে অগ্নিসংযোগ করে তার ব্যক্তিগত গাড়ি পুড়ে দেয়া হয়েছে। নওগাঁ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর একেএম শাখাওয়াত উল্লাহকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়েছে। তারা এইসব ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে আগামী ১১ ডিসেম্বর সব সরকারি কলেজের শিক্ষক-কর্মকর্তাদের কালোব্যাজ ধারণ করা হবে। ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে এসব সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করা না হলে ১৫ ডিসেম্বর সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্লাস বর্জনসহ কর্মবিরতি পালন করা হবে।